গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণার সারসংক্ষেপ (Abstract)

১। **গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research Work) ঃ**
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ লোক ঐতিহ্যের দর্পণে

২। **উপস্থাপিত গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Proposed Research Work) ঃ**

গীতিকা লোকসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ বিশেষ। বাংলা গীতিকা চর্চার ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত একখণ্ড 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও তিনখণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত ও সম্পাদিত সাতখণ্ড 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' অবশ্যই মূল্যবান সংকলন। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পালাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা ও পূর্বাপর ঘটনার যোগসূত্রের অভাব লক্ষ্য করে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করে গায়েন ও বয়াতিদের লিখিত খাতা থেকে ৪৮টি পালা সংগ্রহ করে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে ৭টি খণ্ডে প্রকাশ করেন।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় উঠে আসা লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উঠে এসেছে গীতিকার উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা, লোকসংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গের ইতিবৃত্ত এবং লোকায়ত সংস্কৃতি প্রয়োগের বিবিধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। এ ছাড়া 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৪৮টি পালার অভ্যন্তরে যে সমস্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান আছে, সেগুলি লোক ঐতিহ্যের ধারায় কিভাবে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কালের ধারাপথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আলোচ্য গবেষণাকর্মে সেসম্পর্কে প্রসঙ্গসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩। **অধ্যায় বিভাজন (Chapterisation) ঃ**

ভূমিকা —
প্রথম অধ্যায় ঃ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত।
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গীতিকার উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি।
চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান।

(ক) লোকসঙ্গীত (খ) লোকক্রীড়া (গ) লোকশিল্প
(ঘ) লোকবৃত্তি বা পেশা (ঙ) লোকপোষাক (চ) লোকখাদ্য
(ছ) লোকসম্প্রদায় (জ) লোকবাদ্য (ঝ) লোকদেবতা
(ঞ) লোকপ্রবাদ (ট) লোকাচার

উপসংহার ঃ
পরিশিষ্ট ঃ
গ্রন্থপঞ্জী ঃ

ভূমিকা

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সংগ্রাহক ও সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার পাংসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এইসময় দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও তিনখণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হলে, পালাগুলি যত্নসহকারে পাঠ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যহীনতা দেখে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, যে, ভবিষ্যতে পালাগুলি সংগ্রহ করে নিজেই প্রকাশ করবেন। এরপর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী দলের সংস্রব ত্যাগ করে মৌলিক মহাশয় ভাগবত পাঠক বৃত্তি গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পালা সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌলিক মহাশয় দেখলেন পালাগায়কদের কাছে সমস্ত পালারই লিখিত খাতা আছে। ভাগবত পাঠক হওয়ায় গায়েনদের কাছ থেকে লিখিত খাতা পেতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হয়নি। এরপর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদ্‌পুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করে মৌলিক মহাশয় গায়েন ও বয়াতিদের খাতা থেকে ৪৮টি পালা সংগ্রহ করে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে ৭টি খণ্ডে প্রকাশ করেন।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে গীতিকার উদ্ভব, সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য, লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উপাদান এবং পালাগুলি রচনার সমসাময়িককালের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলিতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান লোকঐতিহ্যের ধারায় কিভাবে বিকাশলাভ করেছে তা উদ্ধৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের মতে, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অধিকাংশ পালার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়। ১৫৭৬ খ্রষ্টাব্দে দাউদ খাঁর পরাজয় ঘটলে বাংলার শাসনভার চলে যায় মুঘলদের হাতে। এইসময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল চরম অস্থিরতা নির্ভর ও দুর্বিষহ। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র পালাগুলির অবয়বে সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের যে স্বরূপ লক্ষিত হয়, তাও ছিল একেবারেই অস্থিরতা নির্ভর।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্গীরা এমন অত্যাচার চালিয়েছিল যে, বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁও তা প্রতিহত করতে পারেন নি। মৈমনসিংহ অঞ্চলে এসময় পুরোদমে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ চলছিল। প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় এসময় মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। একারণেই 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতকা'র পালাগুলিতে নবাব, দেওয়ান, কাজী, কারকুন প্রভৃতি চরিত্রের আগমন।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র দুই-তৃতীয়াংশ পালাই মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হওয়ায় এখানকার আর্থসামাজিক অবস্থা গীতিকার পালাগুলিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। মৈমনসিংহ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রধান উপাদান কোচরা, রোড়ো জাতি থেকে উদ্ভূত। মাতৃতান্ত্রিক বোড়ো জাতির সমাজে মহিলারাই প্রধান ছিলেন। আর একারণেই গীতিকার পালাগুলিতে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পালাগুলি রচনার সমসাময়িককালে সমাজে চার শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব ছিল —শাসক, বণিক, কৃষক ও বৃত্তিজীবী। এই চার শ্রেণী সমসাময়িক সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র একাধিক পালার অবয়বে এর স্পষ্ট নজির আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গীতিকার উদ্ভব সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

Ballad শব্দটির বহুপ্রচলিত বাংলা অর্থ গীতিকা। লাতিন *Ballare* শব্দ থেকে ইংরাজী *Ballad* শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। লাতিন *Ballare* শব্দটির অর্থ নৃত্য। মধ্যযুগে ইউরোপে এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে ইংরাজীতে *Ballad* বলা হত। সুতরাং আখ্যান, নৃত্য ও গীত—এই তিনের সমন্বয়েই *Ballad* গড়ে উঠেছিল।

গীতিকা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা অত্যন্ত সীমিত। পাশ্চাত্য দেশে গীতিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকগণের গীতিকা বা *Ballad* সম্পর্কিত আলোচনার উপর ভিত্তি করে গীতিকার একটি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে—

অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্ম নির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, কোনো একক কাহিনী নির্ভর ঘটনা সরল ছন্দে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়ে, গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতায় সঞ্জাত হয়ে বাহুল্য বর্জিত ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে রচিত মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত, কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত গীত হবার যোগ্য যে সঙ্গীত তাই হল গীতিকা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকগণের গীতিকা সম্পর্কিত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করলে গীতিকার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

১. সংক্ষিপ্ততা ও তীক্ষ্ণ গতিময়তা।
২. শিশুসুলভ সরলতা।
৩. নৈব্যক্তিকতা।
৪. নাটকীয়তা।
৫. একটিমাত্র কাহিনীর দ্রুত ক্রমপরিণতি।
৬. কোনো কোনো অংশের পুনরুক্তি।
৭. গীত হবার যোগ্য।
৮. ছন্দ ও অলংকারের যথাযথ ব্যবহার।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটি গড়ে উঠেছে সংস্কার শব্দের রূপ বিবর্তনে। মানুষের সংস্কৃতি তার স্রষ্টার জ্ঞান ও পরিশীলন নিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবহমান থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম সমাজ থেকে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন বিকাশের সূত্রে লোকায়ত সংহত সমাজ পটভূমিতে লোকসংস্কৃতির জন্ম। গবেষণাকর্মে লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপাদানের উল্লেখ করা হল— লোকসঙ্গীত, লোকক্রীড়া, লোকশিল্প, লোকদেবতা, লোকপ্রবাদ, লোকাচার ইত্যাদি।

লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে গবেষণার প্রয়োজনে 'ছ'টি পর্যায়ে শ্রেণীকরণ করা হল—

১. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
২. বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৩. অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৪. বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
৫. খেলাধূলা ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি
৬. অঙ্গভঙ্গীকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা ঃ লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান

এই অধ্যায়ে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থের সাতটি খণ্ডের ৪৮টি পালার অন্তর্গত লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদানগুলির মধ্যে লোকসঙ্গীত, লোকক্রীড়া, লোকশিল্প, লোকবৃত্তি বা পেশা, লোকপোষাক, লোকখাদ্য, লোকসম্প্রদায়, লোকবাদ্য, লোকদেবতা, লোকপ্রবাদ ও লোকাচার নিয়ে মোট এগারোটি উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া উপরোক্ত উপাদানগুলি 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৭টি খণ্ডের ৪৮টি পালার মধ্যে কোন পালায় কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তা যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি বর্তমান ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় উপাদানগুলির উপযোগিতাই বা কতখানি সে সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

এই গবেষণা কর্মে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় উঠে আসা লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উঠে এসেছে লোকসংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গের ইতিবৃত্ত। এছাড়া 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি লোকঐতিহ্যের ধারায় কিভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রবহমান আছে তার পর্যালোচনাও করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ৭টি খণ্ডের ৪৮টি পালায় ব্যবহৃত দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দের তালিকা করা হয়েছে। উপরন্তু পালা গান সংগৃহীত জেলাগুলির মানচিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া উক্তপালাগানের বিবিধ অংশের চিত্ররূপ সংযোজিত হয়েছে।

——